কলকাতার ভিক্ষুক

উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা (১৯০১-২০১১)

[Kolkatar Bhikkhuk: Utpotti, Bikash O Aartho-Samajik Porjalochona (1901-2011)]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগে
পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের প্রস্তাব পত্র

গবেষক

প্রসেনজিৎ নস্কর

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি. নং: A00HI1201517 of 2017-2018

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৩

কলকাতার ভিক্ষুক: উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা (১৯০১-২০১১)

কলকাতার ভিক্ষুক: উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা (১৯০১-২০১১)

ভারতীয় সমাজ জীবনে 'ভিক্ষা' এবং 'ভিক্ষু', এই শব্দ দুটি অতি প্রাচীন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম যখন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রসারলাভ করেছিল, তখনই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী শব্দের বহুলাংশে প্রসার ঘটে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক নারী ও পুরুষদের মূলত শ্রমণ ও শ্রমণা বলা হলেও প্রচলিত ভাষায় তাঁরা ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী নামেও পরিচিত ছিলেন। ভিক্ষা শব্দটি বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে সম্মানজনক হলেও বর্তমানে এই শব্দ থেকেই উদ্ভূত 'ভিক্ষুক' শব্দটিতে দীনতার ভাব প্রকাশ পায়। এই ভিক্ষুক শব্দের পাশাপাশি আরো একটি শব্দ উঠে আসে, তা হল 'কাঙাল' শব্দটি। অথচ শব্দগতভাবে ভিক্ষুক আর কাঙাল দুটি কাছাকাছি হলেও অর্থগতভাবে এক নয়। ভিক্ষুক শব্দের সঙ্গে দীন ভাব জড়িয়ে থাকলেও কাঙাল কথাটি সম্বোধনের দিক দিয়ে অনেকটা উচ্চস্তরের। মূলত সাধক, আউল, বাউল, শাহী, দরবেশ এবং ভারতের সনাতন ধর্ম ও তার থেকে উৎপন্ন অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের জন্য এই কাঙাল কথাটি ব্যবহার করতেন।

ভিক্ষা কী? এই প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে দেওয়া যায়। হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণদের উপনয়ণের সময় তাদের মাথা ন্যাড়া করে, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে দেওয়া হত। নবীন ব্রহ্মচারী তখন সবার কাছে 'ভবতি ভিক্ষাম দেহ' বলে ভিক্ষা চান। সকলেই তাকে ভিক্ষা দেন তার তিনদিন ঘরে একা থাকার রসদ হিসেবে। নারী হলে বলত 'ভবতি ভিক্ষাম দেহী'। এইভাবে ভিক্ষা কথাটি ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে জুড়ে যায়। এই ভিক্ষা চাওয়া এবং দেওয়ার মধ্যে প্রাচীন ভারতে কোনো অসম্মান ছিল না। সমাজে ভিক্ষুদের আশ্রয় ও খাদ্য দুই-ই ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই ভিক্ষাবৃত্তি আর্থ-সামাজিক সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে। ফলে ভিক্ষা শব্দটির আক্ষরিক অর্থেরও পরিবর্তন ঘটেছে, - "begger" means a person who

indulges in begging; “begging” means — (i) soliciting alms in a public place, including railways, bus-stops, road sides and public transport, by invoking compassion; and (ii) entering in any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms; এই বৃত্তি পরিবর্তিত পরিস্থিতি সমাজের এমন এক জটিল ও বহুমুখী সমস্যা, যা প্রায়শই একাধিক ও আন্তঃসম্পর্কিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাঠামোগত বঞ্চনার নিদর্শন হয়ে উঠেছে। তাই এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলাকে চিহ্নিত করে। এ কারণে ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি সমাজের অবহেলিত সমস্যা নয় এবং এটি ভারতের অন্যতম একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে।

বর্তমান সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে ফলত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপে ‘দারিদ্র্য’ (Poverty) এবং ‘দরিদ্র’ (Poor) এই ধারণাগুলির প্রাসঙ্গিকতা বাড়ছে। ভারতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বিশ্বের দরিদ্র মানুষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। সূচনা পর্বে দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করা হত জীবিকার ভিত্তিতে এবং পশ্চিমি দেশগুলিতে মানুষের এই জীবিকা ছিল মূলত ব্যবসা ও শিল্পবিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিংশ শতকের শেষভাগ থেকে দারিদ্র্যকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হয় মানুষের দুর্দশাগ্রস্থতার ভিত্তিতে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং ইউনেস্কোর দারিদ্র্যের এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করতে থাকে। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য নিরসন করা একবিংশ শতাব্দীর একটি বড় মোকাবিলার বিষয়। ইউএন হ্যাবিট্যাট ২০০৫-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, বিশ্ব দারিদ্র্যসীমার মান হল মাথা পিছু আয় প্রতিদিন ১.২৫ ডলার, যার নীচে এক বিলিয়ন মানুষ বাস করে। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংকের অনুমান অনুসারে, মোট ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় ২৬.১ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। ২০১১-এর গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI) রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত ৪৫তম স্থানে অবস্থান করে।

দারিদ্র্যের এই সমস্যাটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক সমস্যাতেও এটি একটি বহুল চর্চার বিষয়; তাই দেখা যাচ্ছে বিগত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী দারিদ্র্যের সামাজিক সমস্যার দিকটির প্রতি আলোকপাত করে আসছেন। তাঁদের পর্যবেক্ষন এবং গবেষণায় কর্মহীনতা, বাস্তুচ্যুতি, অনাহার যেমন দারিদ্র্যের এক একটি বিষয় হয়ে উঠেছে, ঠিক সেভাবেই ভিক্ষাবৃত্তি ও ভিক্ষুকও তাঁদের পর্যবেক্ষনের বাইরে থাকতে পারেনি। তাই ভিক্ষার বিষয়টি এখন আর আমাদের সমাজে অবজ্ঞার বিষয় নয়। এই ধারণাকে অনুসরণ করে বর্তমান গবেষণায় পশিমবঙ্গের বিশেষ করে কলকাতা জেলার ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণায় ভিক্ষাবৃত্তির কারণ, ভিক্ষুকদের সমস্যা এবং তাদের প্রতিকারের ব্যবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতে ১৯৭১-২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়পর্বে ভিক্ষুক শ্রেণির সামগ্রিক চিত্রকে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে ভিক্ষুকদের সংখ্যা কখনও হ্রাস আবার কখনও বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে ভিক্ষুক শ্রেণির সামগ্রিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে, - ১৯৭১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ১০,১১,৬১৯ জন। যার মধ্যে ৫,৯১,৫০১, জন পুরুষ ও ৪,২০,১১৮ জন মহিলা। ১৯৮১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৭,৫০,৩০৭ জন, এর মধ্যে ৪,৫০,৪১৯ জন পুরুষ ও ২,৯৯,৮৮৮ জন মহিলা ভিক্ষুক। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে ভিক্ষুকের সংখ্যা ৫,৪২,৮৭৫ জনের মধ্যে ৩,৩২,৫৫৬ জন পুরুষ ও ২,১০,৩১৯ জন মহিলা ভিক্ষুক। ২০০১ সালে সংখ্যাটি ৬,৩০,৯৪০ জন। যার মধ্যে ৩,২১,৬৯৪ জন পুরুষ ও ৩,০৫,৯৯৪ জন মহিলা ভিক্ষুক। এবং ২০১১ সালে সংখ্যাটি ৪,১৩,৬৭০ তে নেমে আসে। এর মধ্যে ২.২ লক্ষ পুরুষ ও ১.৯১ লক্ষ নারী। তবে ভিক্ষুকের এই সংখ্যাটি কোনো অংশে কম নয়। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের ২০১১ সালে

ভিক্ষুকের সংখ্যা ৮১,২৪৪ জন এর মধ্যে ৩৩,০৮৬ (৪০.৭২ শতাংশ) জন পুরুষ ও ৪৮,১৫৮ (৫৯.২৮ শতাংশ) জন নারী।

বর্তমান সময়ে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল খাদ্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের জোগান এবং চাহিদার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ক্রমশ প্রকটিত হচ্ছে। ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে। এমতাবস্থায় সমাজের দরিদ্র মানুষ তাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ কোনোরকম কাজ না পেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি ও কায়ক্লেশে বাঁচার জন্য ক্রমশ 'ভিক্ষাবৃত্তি'কে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করছে। তবে ভিক্ষুক সমস্যা শুধুমাত্র বর্তমান সময়ের সমস্যা নয়। ভিক্ষাবৃত্তির উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষক একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন গবেষণায় লক্ষ করা যায়, আদিম সভ্যতায় ভিক্ষাবৃত্তির ধারণা ছিল না। কারণ আদিম সভ্যতায় সামাজিক কাঠামো ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। যেগুলি বিভিন্ন সময়ে একে অন্যকে সাহায্য করত। মূলত সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপত্তি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তিরও উদ্ভব ঘটে। প্রাচীন সভ্যতায় ভিক্ষাদানকে 'পূণ্যার্জন' ও ভিক্ষাবৃত্তিকে 'সম্মানজনক কার্য' বলে মনে করা হত। একই সঙ্গে সে সময় ভিক্ষাদান ছিল ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অর্থাৎ সে সময় ভিক্ষাবৃত্তিকে কোনোরকম সমস্যা হিসাবেই গন্য করা হত না। কিন্তু বর্তমান সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি 'পেশা'য় পরিণত হওয়ায় ভিক্ষুক সমস্যা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

জনবসতি ও শিল্পায়নের কারণে সমাজ ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলছে। জীবিকার তাগিদে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার মতো শহরগুলিতেও তৈরি হচ্ছে জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যা। যা প্রকারান্তরে ঐ

রাজ্যের অর্থনীতিতে কুপ্রভাব ফেলছে। সমাজের কিছু কিছু মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে দয়া ও অক্ষম মানুষের প্রতি সমবেদনা হিসাবে বিবেচনা করেন। অপরদিকে কিছু মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে আর্থ-সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক ব্যাধি হিসাবে ব্যক্ত করেন। ভিক্ষাবৃত্তি প্রসঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়, - (ক) ভিক্ষাবৃত্তি হল অসামাজিক ও অপরাধমূলক পেশা, যা সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে। (খ) ভিক্ষাবৃত্তি মানব সভ্যতার কুৎসিত রূপকে প্রভাবিত করে। (গ) ভিক্ষাবৃত্তি সকল প্রকার শারীরিক প্রতিবন্ধী ও অক্ষম মানুষের সামাজিক ন্যায়বিচারকে আঘাত করে।

ভারতীয় সমাজে দুই প্রকার ভিক্ষুক লক্ষ করা যায়, যথা – (ক) কিছু মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে বাধ্য হয় ভিক্ষুকে পরিণত হতে। (খ) আবার কিছু মানুষ আছে যারা স্বেচ্ছায় ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেয়। মূলত দারিদ্র্যতা ও শারীরিক অক্ষমতার (শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়ঃবৃদ্ধ, শিশু, মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যাক্তি) কারণে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। অপরাংশে যেসকল মানুষ স্বেচ্ছায় ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে এটা সম্পূর্ণ তাদের মানসিক প্রবৃত্তি। ফলে বর্তমান সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি একটি লোভনীয় পেশায় পরিণত হয়েছে। বিশেষত শহরাঞ্চলে সামান্য কিছু পয়সা ভিক্ষা প্রদান করা খুব একটা বড় সমস্যা হিসাবে গণ্য না করার ফলে ক্রমশ ভিক্ষুক শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা ক্রমশই ভারতের একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

১.২. পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন:

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জীবন-জীবিকার বিষয় সম্পর্কে গবেষণামূলক সাহিত্য ও প্রবন্ধের বিক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা হলেও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে গবেষণাধর্মী রচনা লক্ষ করা যায় না। এমনকি কলকাতার ভিক্ষুক ও

ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে তেমন আলোচনা হয়নি বললেও চলে। তথাপি ভারতে ভিক্ষুকদের ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে আমাদের কম-বেশী পরিচয় থাকলেও তাদের সম্পর্কে গবেষণা কিংবা গ্রন্থের অপ্রতুলতা রয়েছে। এই শূন্যস্থান পূরণ করার একটা ছোট প্রয়াস হল এই সন্দর্ভটি। তবে এই বিষয়গুলিকে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করেননি। এক্ষেত্রে Martin Luther (১৪৮৩-১৫৪৬)-এর *'Liber Vagatorum'* (১৫২৮), Robert Copland (১৫০৮-১৫৪৭)-এর *'High Way to the Spittle House'* (১৫৩৫), John Awdeley (১৫৩২-১৫৭৫)-এর *'Fraternity of Vagabonds'* (১৫৬১), Thommas Harman (১৫৪৭-১৫৬৭)-এর *'A Caveat for common Cursetors'* (১৫৬৬), William Shakespeare (১৫৬৪-১৬১৬)-এর *'Timon of Athens'* (১৬০৬), John Fletcher (১৫৭৯-১৬২৫)-এর *'The Beggars of Bush'* (১৬৪২), Richard Brome (১৫৯০-১৬৫২)-এর *'The Antipodes'* (১৬৪০), Charles John Huffam Dickens (১৮১২-১৮৭০)-এর *'Great Expectation'* (১৮৬১), Victor Marie Hugo (১৮০২-১৮৮৫)-এর *'Les Miserable'* (১৮৬২), Count Lev Nikolayevich Tolstoy (১৮২৮-১৯১০)-এর *'The Poor People'* (১৮৫৪) এবং Dominique Lapierre (১৯৩১)-এর *'City of Joy'* (১৯৮৫)-এর মতো পাশ্চাত্য সাহিত্যকর্মে ভিক্ষুক, ভবঘুরে, দরিদ্র মানুষের কথা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সে সব চরিত্র *'Imaginative Verisimilitude'* অর্থাৎ কাল্পনিক সাদৃশ্যমূলক সত্যানুমান প্রসূত। সে চরিত্র বাস্তবের কঙ্কাল মাত্র, রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র নয়।

ভিক্ষুকদের সম্পর্কে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন এমনটি নয়। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রাচ্যের বিশেষত বাঙালি সাহিত্যিকরাও ভিক্ষুকদের কথা তাদের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৫৯)-এর *'অশনি সংকেত'* (১৯৪৪), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭১),-এর *'মন্বন্তর'*

(১৯৪৪), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)-এর *'চিন্তামনি'* (১৯৪৬), প্রভৃতি রচনায় ভিক্ষুক শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বিজন ভট্টাচার্যের (১৯১৭-১৯৭৮) *'নবান্ন'* (১৯৪৪) নাটকে মন্বন্তরজনিত কারণে সাধারণ মানুষ কীভাবে ক্রমশ ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে, তার করুণ বর্ননা পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভিক্ষুকদের বিবরণ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকরা মূলত কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষুক চরিত্র নির্মান করেছেন, কিন্তু বাঙালি সাহিত্যিকদের বিবরণে ভিক্ষুক চরিত্রগুলিকে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের বিবরণের পাশাপাশি ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের সাহিত্য পর্যালোচনাতে ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক, জীবন-জীবিকা ও ভিক্ষুকদের সম্পর্কে সমাজ ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়গুলিকে তাঁদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। J. L. Gillin তাঁর *'Vagrancy and Begging'* (১৯২৯) নামক প্রবন্ধে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ভিক্ষুক, ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেদের জীবন-জীবিকার বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া তিনি ভিক্ষাবৃত্তির প্রধান কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ধর্মীয় পরিস্থিতির মতো বিষয়গুলিকে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। R. Bromley তাঁর *'Begging in Cali: Image, Reality and Policy'* (১৯৮৭) প্রবন্ধে ভিক্ষুক এবং দাতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির চিত্র, বাস্তবতা ও ভিক্ষাবৃত্তির রীতি-নীতিকে পর্যালোচনা করেছেন। Hartley Dean সম্পাদিত *'Begging Questions: Street Level Economic Activity and Social Policy Failure, Policy press, Bristol'* (১৯৯৯) গ্রন্থে ভিক্ষুক ও পথিকদের নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়া ভিক্ষুক ও পথচারীদের সম্পর্ক এবং ভিক্ষার অশুভ দিকগুলি ও ভিক্ষুকদের অর্থনৈতিক কার্যকারিতার বর্ণনা পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। J. Wardhaugh তাঁর 'Regulating Social Space: Begging in Two South Asian Cities' (২০০৭) প্রবন্ধে দক্ষিন এশিয়ার দুটি

শহরের (দিল্লী ও কাঠমান্ডু) ভিক্ষাবৃত্তির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। L. Shelley: *'Human Trafficking: A Global Perspective'* (২০১০) নামক গ্রন্থে বিশ্বের মানুষ পাচারের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এছাড়া পাচার সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ করেছেন তিনি।

A. A. Adedibu এবং M. O. Jelili তাঁদের *'Package for Controlling Street Begging and Rehabilitating Beggars and the Physically Challenged In Nigeria'* (২০১১) প্রবন্ধে ভিক্ষাবৃত্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। A. Barkat-এর '*Situational analysis of the street children involved in begging in Dhaka city*' (২০১২) প্রবন্ধে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত পথ শিশুদের সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। বিশেষত এই চর্চাটিতে ঢাকা শহরের পাঁচটি স্থানকে বেছে নেওয়া হয়েছে ক্ষেত্র সমীক্ষার কারণে। প্রবন্ধটি ক্ষেত্র সমীক্ষার উপর গুরুত্ব করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত পথ শিশুদের বিভিন্ন সমস্যার দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। Abdullah Al Helal এবং K. Shahdat Kabir '*Exploring cruel business of begging: The case of Bangladesh*' (২০১৩) প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, যে বাংলাদেশে কিছু লোকের দ্বারা ভিক্ষার নিষ্ঠুর বাণিজ্য চলছে যেখানে কিছু অসাধু সরকারি কর্মকর্তার সহায়তায় ধনী ব্যক্তি ও নারীরা শিশুদের অপহরণ করে এবং তাদের ভিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। বিশেষত আঠারো বছরের কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের অপহরণ করে এবং বেতন বা কমিশনের ভিত্তিতে জনবহুল স্থানে ভিক্ষা করার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে বল প্রয়োগ করে। এছাড়া প্রবন্ধটিতে ভিক্ষাবৃত্তির প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তি কেন্দ্রিক বাণিজ্য পদ্ধতির সমীক্ষা করা এবং এই কার্যকলাপে জড়িত গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তির সমস্যা কমানোর জন্য দরিদ্রদের

পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে পর্যালোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। A. Billah এবং M. M. Alam, '*Eradication of street begging in Bangladesh: in Islamic perspectives*' (২০১৭) প্রবন্ধে বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের উন্নয়নের নীতিগুলির পর্যালোচনার পাশাপাশি এটি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন যে, কীভাবে পথ ভিক্ষুকদের অধিকার রক্ষা করা এবং কীভাবে তারা দেশের বর্তমান সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারে, সেই বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন।

পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিকদের পাশাপাশি ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণেও ভিক্ষুক সংক্রান্ত বিষয়গুলি উঠে এসেছে। J. M. Kumarappa সম্পাদিত *'Our Beggar Problem: How to Tackle it'* (১৯৪৫) গ্রন্থটি ভারতের ভিক্ষুক সমস্যা সম্পর্কে প্রথম গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি ভারতের ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব, শ্রেণি বিন্যাস, ঐতিহাসিক বিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক কারণগুলির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তির বিভিন্ন দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া ভিক্ষুক সমস্যার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও ভিক্ষাবৃত্তির নিবারণকল্পে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় আইনগুলিকেও পর্যালোচনা করেছেন। M.S. Gore, J.S. Mathur, M.R. Laljani, এবং H.S. Takulia তাঁদের *'The Beggar Problem in Metropolitan Delhi'* (১৯৫৯) প্রবন্ধে দিল্লির ভিক্ষুক সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই সমস্যার সমাধানের বিভিন্ন উপায়গুলিকে ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া সমাজের আর্থ-সামাজিক অবনমনকে ভিক্ষুক শ্রেণির বৃদ্ধির কারণ হিসাবে তুলে ধরেন। M. V. Moorthy তাঁর *'Beggar Problem in Greater Bombay: A Research Study'* (১৯৫৯) প্রবন্ধে মুম্বাইয়ের ভিক্ষাবৃত্তির কারণ ও ভিক্ষুক সমস্যার সমাধানের বিষয়গুলিকে উল্লেখ করেন। M. Rafiuddin তাঁর *'Beggar in Hyderabad: A Study on Understanding the Economics of Beggary in Hyderabad'* (২০০৮) প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ভারতে

এমন কোনো শহর নেই যেখানে ভিক্ষুক শ্রেণি লক্ষ করা যায় না। তিনি ভিক্ষাবৃত্তিকে ধর্মীয় রীতি হিসাবে গণ্য করেন।

A. Goel তাঁর *'Indian Anti Beggary Laws and Their Constitutionality Through The Prism of Fundamental Rights With Special Reference to Ram Lakhan V. State'* (২০১০) প্রবন্ধে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত আইনের প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া তিনি ১৯৭৫ সালের উত্তরপ্রদেশের ভিক্ষাবৃত্তি বিরোধী আইনের বিষয়গুলি সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। Caroline Cheng এবং Vikash Kumar তাঁদের '*Challenges and Strategies of Justice Delivery for Victims of Organised Crimes: Case Studies on Homeless Beggars in Patna District, Bihar'* (২০১২) প্রবন্ধে বিহারের পাটনা শহরের ভিক্ষুকদের অপরাধ প্রবনতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষত্রে পাটনা শহরের ভিক্ষুকদের মধ্যে ১৩-৫৫ বছরের নারী ও পুরুষদের মধ্যে ক্ষেত্র সমীক্ষা দ্বারা গৃহহীন ও ভিক্ষুকদের অপরাধের মানসিকতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। M. S. Gore তাঁর 'Society and the Beggar' (২০১৩) প্রবন্ধে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির আক্ষরিক অর্থকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ভিক্ষাবৃত্তির আক্ষরিক অর্থের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার ঐতিহাসিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। S. Reddy তাঁর '*Begging and its mosaic dimensions: Same preliminary observations in Kadapa district of Andhra Pradesh*' (২০১৩) প্রবন্ধটি অন্ধপ্রদেশের কাদাপা জেলার ৭০ জন পথ ভিক্ষুকের উপর ক্ষেত্র সমীক্ষার মধ্য দিয়ে ভৌগোলিক ও সামাজিক তাৎপর্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন ও পাশাপাশি তাঁদের ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে পারিবারিক সমস্যার বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন। N. Sarp তাঁর '*Beggars Problem in Akola City In Maharashtra State*' (২০১৩) প্রবন্ধে

মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের ভিক্ষুক শ্রেণি উদ্ভবের কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কারণ হিসেবে, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব, অলসতা, আচার-অনুষ্ঠান এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির বিষয়গুলিকে দায়ী করেছেন। ভিক্ষাবৃত্তির কারণের বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভিক্ষুকদের কোনকোন স্থানগুলিতে লক্ষ করা যায় ও ভিক্ষুকদের দুরবস্থা, আইন, সামাজিক স্তর এবং ধর্মের চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন।

S. Menka এবং B. Falak-এর '*Rural and Urban Beggars of Aligarh District: A Comparative Analysis of Spatial Analysis*' (২০১৩) প্রবন্ধে উত্তর প্রদেশের আলিগড় জেলায় ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা গ্রামীণ ও শহুরে ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কর্মসংস্থান এবং তারতম্য ইত্যাদি বিষয়গুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া শহুরে ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের হার এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্তরের মধ্যে সম্পর্ক, ভিক্ষুকদের কিছু ধরনের উৎপাদনশীল কাজের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেমন, সেলাই, রান্না, পুতুল তৈরি, বই বাঁধাই এবং কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি বিষয়, যা ভিক্ষাবৃত্তির প্রবণতা হ্রাস করতে পারে এবং ভিক্ষুকদের জীবিকা অর্জনে সহায়তা করতে কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে, - এই বিষয়গুলি আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উপজীব্য বিষয়বস্তু। R. Iqbal Ganai তাঁর '*Beggary: A Socio-Legal Study*' (২০১৬) গ্রন্থে সামাজিক ও আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে ভিক্ষুক এবং ভিক্ষাবৃত্তির বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে গ্রন্থটিতে সামাজিক ও আইনগত দিক থেকে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভব, বিবর্তন, বর্তমান চিকিৎসা এবং ভিক্ষাবৃত্তিকে অপরাধীকরণের প্রক্রিয়ার বিষয়গুলিকে আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। Amiya Rao তাঁর '*Poverty and Power: The Anti-Begging Act*' (২০১৬) প্রবন্ধে দ্য বম্বে প্রিভেনশন অফ বেগিং অ্যাক্ট (The Bombay Prevention of Begging Act) - ১৯৫৯-এর একটি বিশদ বিবরণ দেওয়ার পাশাপাশি আইনের অনুচ্ছেদগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন।

যদিও প্রবন্ধটিতে ভারতে ভিক্ষাবৃত্তি বিরোধী আইনের বিশ্লেষণ ও ফলস্বরূপ সমালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেমন দ্য বোম্বে প্রিভেনশন অফ বেগিং অ্যাক্ট, ১৯৫৯-এর ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও গ্রেপ্তারের বিষয়গুলির পর্যালোচনা করা হয়েছে। P. Sailaja এবং V. Rao-এর '*Profile and problems of the beggars in Vishakhapatnam City of Andhra Pradesh: empirical evidence*' (২০১৬) প্রবন্ধে অন্ধপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম শহরের ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক ও শারীরিক অবস্থার বিভিন্ন দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। পাশাপাশি ভিক্ষুকদের সামাজিক সমস্যাগুলিকেও তুলে ধরা হয়েছে। S. Saeed তাঁর '*Begging, Street Politics and Power: The Religious and Secular Regulation of Begging in India and Pakistan*' (২০২৩) গ্রন্থে ভারত ও পাকিস্তানের ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তিকে হিন্দু ও মুসলিম সমাজে দান ও দাতব্যের বিষয়টিকে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন, পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তির ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহিতার মধ্যে কোন ধরনের রাজনৈতিক ক্ষেত্র কাজ করে সেই বিষয়টিকেও তুলে ধরেছেন।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো কলকাতা কেন্দ্রিক ভিক্ষুক শ্রেণি সম্পর্কেও কিছু কিছু গবেষণাধর্মী চর্চা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে M. M. Chatterjee-র 'Mendicancy in Calcutta' (১৯১৮) প্রবন্ধটিতে কলকাতার ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টিকে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। Moni Nag তাঁর *'Beggar Problem in Calcutta and Its Solution'* (১৯৬৫) নামক প্রবন্ধে কলকাতার ভিক্ষুক সমস্যা ও সরকার কর্তৃক ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণের বিষয়গুলি তুলে ধরেন। Sumita Choudhury *'Beggars of kalighat Calcutta'* (১৯৮৭) গ্রন্থে কলকাতার কালীঘাটের ভিক্ষুকদের অবস্থান বর্ননা করেছেন। একই সঙ্গে ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ভিক্ষুক সমস্যার সমাধানের বিষয়টির উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে

সমাজতাত্ত্বিকদের বিবরণে বাংলার দারিদ্র্যতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *"রাষ্ট্র সংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর"* (১৯৪৩), কালীচরন ঘোষের '*Famine in Bengal, 1770–1943*' (১৯৪৪), অমর্ত্য সেনের '*Poverty and Famine*' (১৯৮১), পল গ্রীনোর '*Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943–1944'* (১৯৮২), দীপশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের *'বাংলার মন্বন্তর'* (১৯৮৪) গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। উল্লিখিত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক বিবরণগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগের ফলে দারিদ্র্যতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

তবে উপরোক্ত গবেষণা ও সাহিত্যে কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির উৎপত্তি ও বিকাশের সঠিক ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়নি। তাই আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের সীমাবদ্ধতার বিষয়টিকে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে - প্রথমত, ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত সাহিত্য পর্যালোচনার দিকটি সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলিতে ভিক্ষুকদের সম্পর্কে যে সকল তথ্য ও তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেগুলি বিক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হলেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সীমিত। বিশেষত ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টিকে সমাজবিদ্যা, সামাজিক কল্যাণ, ভূগোল, রাষ্ট্রচিন্তা, অর্থনীতি ও আইনের বিষয়গুলিতে যেভাবে চর্চিত হয়েছে, সেভাবে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তা আলোচিত হয়নি। এক্ষেত্রে বৃহৎ সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়।

ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে গবেষণামূলক গ্রন্থের স্বল্পতার বিভিন্ন দিক লক্ষ করা যায়, যেমন, - ভিক্ষাবৃত্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে চর্চাগুলি লক্ষ করা যায়, সেগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে, অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির উপর প্রাথমিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করার ফলে ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি সাধারণত একটি গৌণ বিষয় হিসেবে চর্চিত

হয়েছে। তাই ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি নিয়ে আজ পর্যন্ত গবেষকদের মধ্যে গবেষণার স্বতঃস্ফূর্ততা পায়নি।

তদুপরি, ভিক্ষুকদের মানবাধিকার নিয়ে কোথাও সেভাবে আলোকপাত হয়নি। ভিক্ষাবৃত্তিকে সামাজিক অপরাধ ও প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু ভিক্ষুকদের এই দুরবস্থার বিষয়টি সমাজ বা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি, তাই তাদের কিছু অধিকারকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সক্ষম মানুষ হিসাবে অস্বীকার করা হয়। বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র ভিক্ষুক সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে গবেষণায় উপলভ্য প্রাথমিক ও গৌণ তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে গবেষণার সীমাবদ্ধতাগুলিকে সমাধানের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩. গবেষণা সম্পর্কিত সমস্যা:

ভিক্ষাবৃত্তি হল দারিদ্র্যতার (Poverty) পরিণতি, যা সমাজে একাধিক দুর্বলতার পরিস্থিতি তৈরি করে। একইভাবে ভিক্ষাবৃত্তির ধারণাকে গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুগামীদের মধ্যে, যেমন - হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈন ইত্যাদি। দারিদ্র্যতা ও জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতি সমাজে বহু মানুষকে বাধ্য করে ভিক্ষুকের মত জীবনযাপন করতে। গৃহহীন ব্যক্তিদের মধ্যে দারিদ্র্য, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, ভিন্নভাবে প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, বয়ঃবৃদ্ধ, দুর্বল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সমাজের এই সকল প্রান্তিক মানুষেরা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হন। সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি কোনো নির্দিষ্ট একটি কারণের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত হয়নি, যেমন দারিদ্র্য (প্রকৃত দরিদ্র বা প্রতারক দরিদ্র), শারীরিক অক্ষমতা, সংস্কৃতি, জাতীয় বিপর্যয়, গৃহযুদ্ধ, খারাপ অভ্যাস (মাদক, অ্যালকোহল এবং জুয়া নির্ভরতা), পারিবারিক ঐতিহ্য, গ্রাম থেকে শহরে অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন, মানসিক অক্ষমতা এবং ব্যাধি, বেকারত্ব,

অপর্যাপ্ত উপার্জন ইত্যাদি বিষয়গুলি মূলত অর্থনৈতিক কারণ; নিরক্ষরতা, অভিবাসন, যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন এবং পিতামাতার মৃত্যু ইত্যাদি সামাজিক কারণ। এছাড়াও ভিক্ষাবৃত্তির জৈবিক কারণগুলি হল বার্ধক্য, রোগ, পঙ্গুত্ব এবং মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি। ১৯৮১-২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়ের শহরাঞ্চলের ভিক্ষুক শ্রেণির অবস্থানের সামগ্রিক চিত্রকে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে শহরাঞ্চলে ভিক্ষুকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাছে। ১৯৮১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ৭,৫০,৩০৭ জন ভিক্ষুকের মধ্যে গ্রামে বাস করেন ৫,১৫,৬৭৫ জন ও শহরে বাস করেন ২,৩৪,৬৬২ জন। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ৫,৪২,৮৭৫ জনের মধ্যে গ্রামে বাস করেন ৩,৩৮,৮৭২ জন শহরে বাস করেন ২,০৪,৫০৩ জন। ২০০১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৬,২৭,৬৮৮ জনের মধ্যে ৪,১৩,০৩৩ জন গ্রামে বাস করেন ও ২,১৪,৬৫৫ জন শহরে বাস করেন। ২০১১ সালে ভারতের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের (Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India) প্রতিবেদন অনুসারে ভারতে ভিক্ষুকের সংখ্যা ৪,১৩,৬৭০ জন। এদের মধ্যে ১,৩৫,৩৬৭ জন ভিক্ষুক শহরাঞ্চলে বসবাস করেন। শহরাঞ্চলে ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল দারিদ্র্যতা। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, গ্রামের দুর্দশাগ্রস্থ মানুষেরা অভিবাসন ও কর্মসংস্থানের কারণে শহরাঞ্চলে আসা ৯৯ শতাংশ পুরুষ এবং ৯৭ শতাংশ মহিলা দরিদ্র, ফলে তাদের বৃহৎ অংশ কর্মসংস্থানে ব্যর্থ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নেয়।

১.৪. গবেষণার পরিসর ও তাৎপর্য:

পশ্চিমবঙ্গের ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও রাষ্ট্রীয় নীতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী চর্চা খুবই সীমিত। তাই, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা শহরের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক

পরিস্থিতির বিষয়টি সন্দর্ভে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভবের কারণগুলি পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে, ভিক্ষুকদের সমস্যার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা পর্বটিতে কলকাতা শহরের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ কল্পে রাষ্ট্রীয় পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় নীতিগুলিকে অধ্যয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণার তাৎপর্য এই যে, এটি পাঠকদের ভিক্ষুকদের স্থানীয় পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাগত এবং জীবনযাত্রার অবস্থা বুঝতে সাহায্য করবে। যেহেতু ভারতের শহরাঞ্চলগুলিতে ভিক্ষুকের সংখ্যা অধিকমাত্রায় বসবাস করে। তাই, আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে কলকাতা শহরের ভিক্ষাবৃত্তির কারণ ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মূল্যায়ণ করা হয়েছে। যেহেতু, সাহিত্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ভিক্ষুকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত প্রান্তিকতা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাধর্মী গ্রন্থের অভাব রয়েছে। অতএব, এই ধরনের পরিস্থিতিতে গবেষণার প্রয়োজনে পরিকল্পনা ও কিছু নিবিড় গবেষণা করা প্রয়োজন। এটি শহরাঞ্চলের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতামূলক তথ্য তৈরি করতে সহায়তা করবে। এছাড়া সন্দর্ভটি পরবর্তী সময়ে আরোও গবেষণাধর্মী প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করবে।

১.৫. গবেষণা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান:

ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা, হুগলী (গঙ্গা) নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। এটি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে ১৮৮৬.৬৭ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সাম্প্রতিককালে এটি মূলত ‘মেগা সিটি’ (১৮৫.০০ বর্গ কি.মি.) ও ‘মেট্রো সিটি’ (১৮৮৬.৬৭ বর্গ) এই দুই ভাগে বিভক্ত। কলকাতা পূর্ব ভারতের প্রধান বানিজ্যিক কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ও শিক্ষানগরী

হিসাবে স্বীকৃত। এটি ভারতের প্রাচীনতম বন্দর এবং দেশের একমাত্র প্রধান নদী বন্দর। কলকাতা শহর হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ দুই ২৪ পরগনা জেলায় স্পর্শ করে। বর্তমানে শহরটি ১৪১ টি পৌর ওয়ার্ডে বিভক্ত।

মানচিত্র – ১.১: ভারতের মানচিত্রে গবেষণা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান

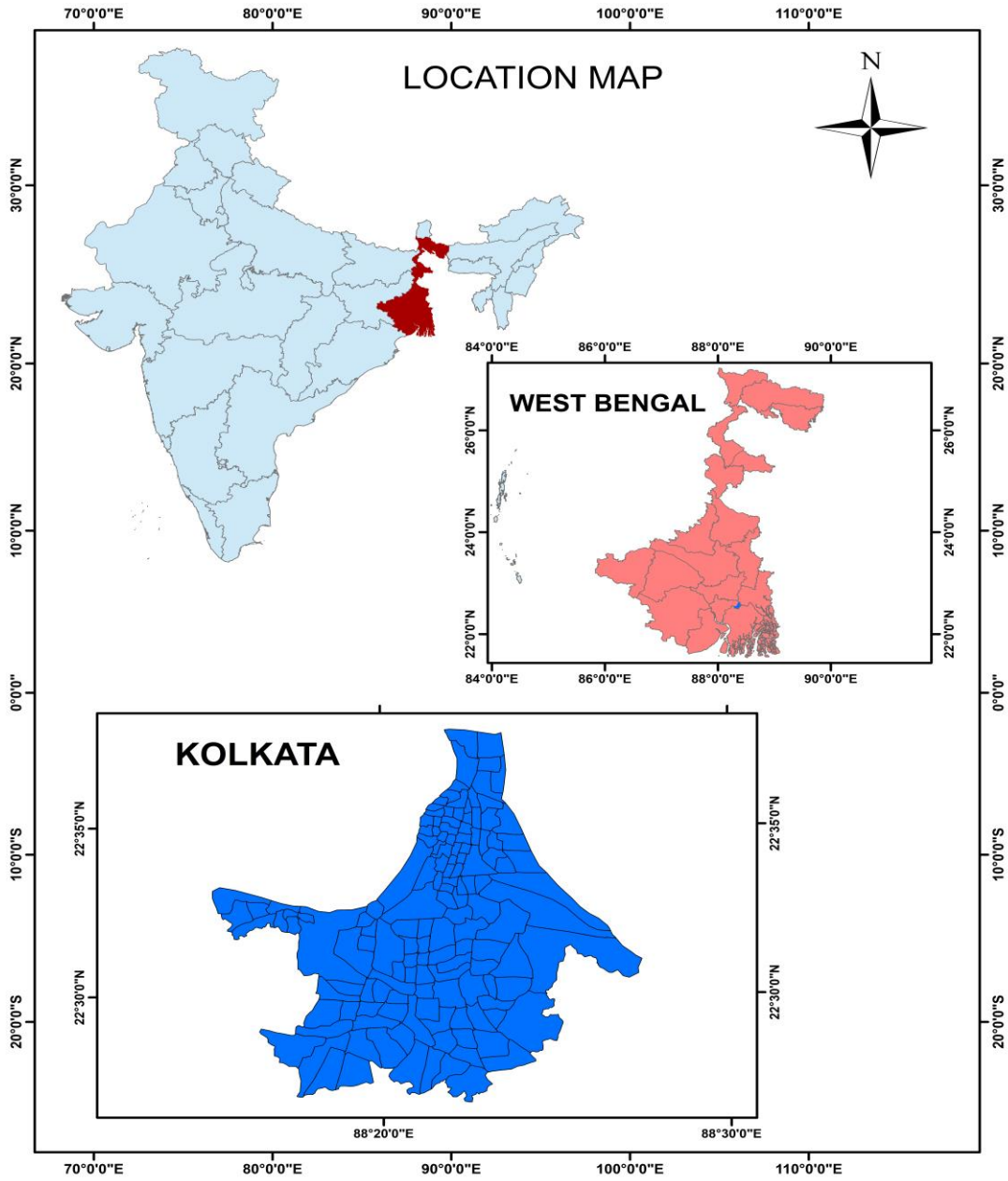

সূত্র: কলকাতা পৌরসংস্থা, বৈদুতিন মানচিত্র নির্মান: গবেষক স্বয়ং প্রসেনজিৎ নস্কর।

মানচিত্র – ১.২: কলকাতা জেলার ওয়ার্ড ভিক্ষুক শ্রেণির অবস্থানের মানচিত্র।

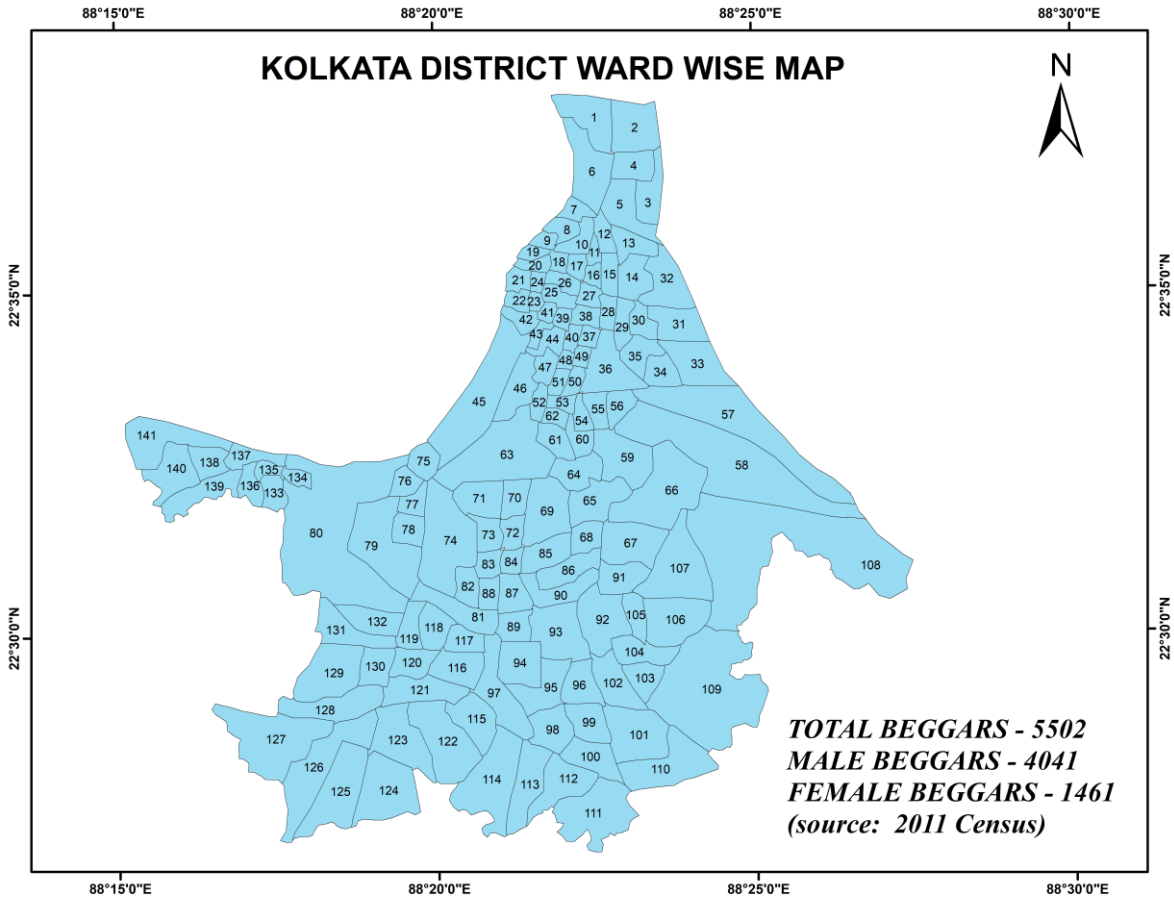

সূত্র: কলকাতা পৌরসংস্থা, বৈদুতিন মানচিত্র নির্মান: গবেষক স্বয়ং প্রসেনজিৎ নস্কর।

২০১১ সালের জনগননা অনুসারে, কলকাতা মেগা শহরের জনসংখ্যার পরিমান ছিল ৪৪,৯৬,৬৯৪ জন এবং বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪১ লক্ষ। সাধারণত শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমি ২৪,৩০৬ জন। শহরে পুরুষ ও মহিলা জনসংখ্যা যথাক্রমে ২৩,৫৬,৭৬৬ জন এবং ২১,৩৯,৯২৮ জন। সাধারণ কলকাতা মেগা শহরে লিঙ্গ ভিত্তিক পুরুষ ও মহিলার অনুপাত প্রতি হাজারে ৯০৮ জন। অনুরূপভাবে শিশুদের লিঙ্গ ভিত্তিক অনুপাত প্রতি হাজারে ৯৩৩ জন, যাদের গড় বয়স (০-৬)। এছাড়া শহরে গড় শিক্ষার হার ৮৬.৩১ শতাংশ, আর পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮৮.৩৪ শতাংশ (১৯,২৬,৯১৫) এবং মহিলা সাক্ষরতার হার ৮৪.০৬ শতাংশ (১৬,৬১,২২২)। শহরের মোট শিশুদের সংখ্যা

(০-৬ বয়স) পর্যন্ত ৩,৩৯,৩২৩, যা মোট জনসংখ্যার ৭.৫৫ শতাংশ। ২০১১ সালে আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী ১২,২৫০ পরিবার কলকাতা ফুটপাতে বাস করেন এবং ৬৯,৭৯৮ জন গৃহহীন খোলা আকাশের নীচে বসবাস করে। যা কলকাতার মোট জনসংখ্যার প্রায় ১.৫৫ শতাংশ। একইভাবে ২০১১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুযায়ী কলকাতার ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় ৩০,৫০০ জন। এই কলকাতাকে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

১.৬. গবেষণার সময়কাল:

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের সময়কাল হিসেবে বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নির্বাচিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯০১-২০১১-এর সময়কালের মধ্যে কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব, বিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিষয়গুলিকে অনুসন্ধানের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার সূচনাপর্ব হিসাবে ১৯০১ সময়টিকে বেছে নেওয়ার মূখ্য কারণ হল, ভবঘুরের পাশাপাশি ভিক্ষুকদেরও আদমশুমারির প্রতিবেদনে নথিভুক্ত করা ও পেশা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তিকে চিহ্নিতকরণ। একইভাবে ২০১১ সময় পর্বটিকে গবেষণার শেষ পর্যায় হিসেবে তুলে ধরার কারণ ভিক্ষাবৃত্তির পেশাগত বিভাজনের বিষয় ও রাষ্ট্রীয় প্রকল্প সত্ত্বেও ভিক্ষুক সমস্যা বৃদ্ধির কারণে ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ২০১১-এর রাজ্যসভায় দ্য প্রিভেনশন অফ বেগিং বিল, ২০১০-এর ভিক্ষাবৃত্তির নতুন আইন প্রণয়ন।

১.৭. গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য:

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য হল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব, বিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে আলোকপাত করা এবং ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তি শব্দের আক্ষরিক অর্থের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও

ভিক্ষুক শ্রেণির বিবর্তনের ধারার পর্যালোচনা করা। একইভাবে ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভবের কারণগুলির বিশ্লেষণ। পাশাপাশি সরকারি নীতির আলোকে ভিক্ষুকদের শ্রেণি বিন্যাস ও জীবিকা গ্রহনের ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত কৌশলগুলিকে বিশ্লেষণের পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ কল্পে রাষ্ট্রীয় প্রকল্প ও আইনের বিষয়গুলিকে আলোচ্য সন্দর্ভে অনুসন্ধানের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৮. গবেষণা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী:

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব, বিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে কয়েকটি গবেষণামূলক প্রশ্ন উঠে আসে। -

১. ভিক্ষুক কারা ও তাঁদের উদ্ভবের কারণ কী ?

২. ভিক্ষুক শ্রেণির বিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।

৩. ভিক্ষাকে 'বৃত্তি' হিসাবে বেছে নেওয়ার মূল কারণগুলি কী ?

৪. ভিক্ষুক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা।

৫. সরকারি নীতির আলোকে ভিক্ষুকদের শ্রেণি বিন্যাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

৬. ভিক্ষাবৃত্তি নিবারনে রাষ্ট্র কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন কতটা ফলপ্রদ হয়েছে তার বিশ্লেষণ।

১.৯. গবেষণার উপাদান ও পরিকল্পনা:

ইতিহাস একদিকে যেমন কালের দর্পণ, তেমনি ইতিহাসের অনৈতিকতা, তথা তথ্য বিকলনও সমূহ ক্ষতির কারণ। থমাস হবসের (Thomas Hobbes) মতে, ইতিহাসের বিকৃতি পারমানবিক শক্তির চেয়েও ভয়ঙ্কর। ইতিহাসকে সত্যের মাপকাঠিতে, বৈজ্ঞানিক যুক্তির

নিরিখে বিচার করতে হবে। নতুবা তা কাহিনিতে পর্যবসিত হবে এবং কালের দাবিতে জবাবদিহি অবশ্যই করতে হবে। ভিক্টর হুগো বলেছেন, - ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে হবে। এতদিন শুধু তথ্যের দীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইতিহাস লেখা হয়েছে, এবার নীতির দিক থেকে ইতিহাস লেখার সময় এসেছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, - 'ইতিহাস তথ্যভিত্তিক কিছু তথ্যের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তবে তথ্য থেকে উত্তরণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য' কথাটি মেনে না নিলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে।

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি রূপায়ণহেতু প্রাথমিক ও গৌণ উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেই উপাদানের বিষয়টি প্রধানত কোনো অভিজ্ঞতা, ঘটনা যা অভ্যাসের জায়গা থকে উপলব্ধ হয়। প্রথগত ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে সরকারি লেখ্যাগার বা মহাফেজখানার উপর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে তথ্য অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে আমাদের সমূহ গুরুত্ব অরোপ করতে আগ্রহী করে তুলেছে। যা ইতিহাসচর্চার সত্যতা যাচাইয়ের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র সমীক্ষা, পত্র-পত্রিকা, মৌখিক উপাদান (Oral Narative) এবং চলচ্চিত্র ইত্যাদি প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যা অনেকটা লেখ্যাগার বা মহাফেজখানার সীমাবদ্ধতার শূণ্যস্থান পূরণ করতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ গবেষণা সন্দর্ভটি সরকারি পরিভাষা পুনর্মূল্যায়নের পাশাপাশি স্থানীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত উপাদানগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতাবৎ প্রকাশিত হওয়া গ্রন্থের (Secondary Sources) বিচার্যতাকে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে কলকাতার ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির বিষয়টি বিশ্লেষণে সচেষ্ট হওয়া যাবে। আলোচ্য গবেষণার পদ্ধতি ও উপাদানের ভিত্তিতে কলকাতার ভিক্ষুকদের উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস পরিকল্পনা করা হয়েছে।

১.১০. গবেষণার অধ্যায় পরিকল্পনা:

গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় পরিকল্পনাহেতু ভূমিকা ও উপসংহারসহ মোট সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। - **প্রথম অধ্যায়:** ভূমিকাতে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের মূল কাঠামোটি রূপায়ণ করা হয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণার সমস্যা, তাৎপর্য, গবেষণার ভৌগোলিক অবস্থান, বিষয়বস্তু, গবেষণার প্রশ্নাবলী, গবেষণার পদ্ধতি ও উপাদান, গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও অধ্যায় বিভাজন ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গবেষণার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়:** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব ও বিবর্তন। এই অধ্যায়টিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির আক্ষরিক অর্থের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির বাস্তবিক চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে ভারতের ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির চিত্রটিকেও পর্যালোচনা করা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়:** কলকাতার ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির ঐতিহাসিক বিবরণ। আলোচ্য অধ্যায়টিতে কলকাতার ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির সামগ্রিক ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। ভিক্ষুক শ্রেণির সামগ্রিক ইতিহাসকে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ধারাবাহিক ইতিহাসের পর্যায়কে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, ঔপনিবেশিক পর্ব (১৯০১-১৯৪৭), স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরণ পর্ব, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ব (১৯৫১-১৯৮১), উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের পর্ব (১৯৮১-২০১১)। **চতুর্থ অধ্যায়:** আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভব। এই অধ্যায়ে আর্থ-সামাজিক সমস্যার মূল দিকগুলিকে তুলে ধরার পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তির কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া ভিক্ষা দেওয়ার কারণগুলিও আলোচ্য অধ্যায়ে পর্যালোচিত হয়েছে। **পঞ্চম অধ্যায়:** সরকারি নীতির আলোকে ভিক্ষাবৃত্তির শ্রেণির বিভাগ। ফলত ভারতীয় সামাজে

ভিক্ষাবৃত্তি ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকলেও সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তির শ্রেণি বিভাজন ঘটেছে। পাশাপাশি সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও নানান পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করা যায়। এর পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তির কৌশলগুলিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। **ষষ্ঠ অধ্যায়:** ভিক্ষুক শ্রেণির পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় নীতি। এই অধ্যায়টিতে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে পাশাপাশি ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থার মধ্য দিয়ে ভিক্ষুক সমস্যার সমাধানের পদ্ধতির বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। **সপ্তম অধ্যায়:** উপসংহারে সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটির স্বরূপ দেখানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

(ক) মৌলিক উপাদান:

আইন (Legislation)

Bombay Beggary Prevention Act, 1959.

The Bengal Vagrancy Act, 1943.

Children and Young Persons Act, 1933.

Criminal Procedure Code, 1973.

C. P. Municipalities Act, 1922.

European Vagrancy Act, 1824.

Indian Penal Code, 1906.

Juvenile Justice Act, 2000.

সরকারি তথ্য (Government Reports)

Calcutta Beggar's Menace, 1936.

Census of India, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1971, 1981, 1991, 2001 and 2011.

Constitution of India, *Article 38 (2).*

Law Reports of the Commonwealth, 2000.

Press Information Bureau, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, 2010.

The Famine Commission, 1943.

The Labour Investigation Committee Report, Government of India, 1994.

The Mendicancy Committee Report, 1920.

সরকারি প্রকাশনা (Government Publications)

Andrew, W.: *At the Margins: Street Children in Asia and the Pacific, Asian Development Bank*, Poverty and Social Development Papers, No-8, 2003.

'Beggar Lepers in Calcutta, Growing Peril', *Calcutta Municipal Gazette, X, No. 6,* Calcutta, Corporation of Calcutta, 22 June 1929.

Bengal Short of Food for One Third of Her Population: *Calcutta Municipal Gazette, XXVIII*, Calcutta, Corporation of Calcutta, 22 May 1943.

Calcutta Municipal Gazette III, No. 3, Calcutta, Corporation of Calcutta, 28 November, 1925.

DWCWAP.: *Profile of Beggars in Hyderabad City: A Socio-Economic Study*, Andhra Pradesh, Indian Council of Social Welfare, 1980.

Gore, M.S.: *The Beggar Problem in Metropolitan Delhi*, Delhi, School of Social work, 1959.

Forrester, J. C.: 'The Beggar Problem in Calcutta', *Calcutta Municipal Gazette, XIII*, Calcutta, Corporation of Calcutta, 22 November, 1930.

HUDCO: *Footpath Dwellers: Rehabilitation Scheme*, New Delhi, Ministry of Urban Development, 1990.

Memorandum of the Bangiya Pradeshik Kishan Sabha: *Report of the Land Revenue Commission* VI (1944)

(খ) সহায়ক উপাদান:

বাংলা

গ্রীনো, পল: *আধুনিক বাংলা সমৃদ্ধি ও দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩-৪৪*, কলকাতা, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৭।

গুহ-বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্না: *নগরোন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়: সাম্প্রতিক ভারতের চিত্র*, কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৯।

গোস্বামী, পরিমল: *মহামন্বন্তর*, কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৪।

ঘোষ, বিনয়: *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড*, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ২০১৩।

চক্রবর্তী, ত্রিদিপ ও রায় মন্ডল, নিরুপমা (সম্পা): *ধ্বংস ও নির্মান বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ*, কলকাতা, এবং মুসাই এরা, ২০০৭।

দাশগুপ্ত, কৃষ্ণপ্রিয়: *চেনা কলকাতা অচেনা ফুটপাথ*, কলকাতা, প্রতিক্ষন পাবলিকেশন, ১৯৯৫।

দাস, পূর্নেন্দু, মুখার্জী, অনিতা ও মুখার্জী, আশিস: *ভিখারি: একটি অনুসন্ধান*, কলকাতা, ক্যাম্প, ২০০১।

পাত্র, সম্পদরঞ্জন: *সুস্থায়ী কৃষি ও স্ব-ক্ষমতা*, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপশ্রী ও বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিলা: *বাংলার মন্বন্তর*, কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৯৮৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল: *ভূমি ও ভূমিসংস্কার: সেকাল একাল*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু: *মনুসংহিতা*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব: *অন্য কলকাতা*, কলকাতা, বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম: *যাদের কথা কেউ বলে না*, কলকাতা, পূর্ণ প্রকাশন, ১৯৯৭।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ: *দেশভাগ দেশত্যাগ*, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৪।

বেতেই, আঁদ্রে: *গণতন্ত্র ও তার প্রতিষ্ঠাসমূহ*, নয়া দিল্লি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮।

বাগচী, অমিয়কুমার (সম্পা.): *বিশ্বায়ন: ভারনা-দুর্ভাবনা দ্বিতীয় খন্ড*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬।

বাগচী, অমিয়কুমার: *সংস্কৃতি সমাজ অর্থনীতি*, কলকাতা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০১০।

বর্ধন, প্রণব: *দারিদ্র্য: দারিদ্র্য নিয়ে কনফারেন্স ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, কলকাতা, আনন্দ, ২০২০।

বর্মণ, রূপ কুমার: "সংকট জনিত উদ্বাস্তু ও তিতাস একটি নদীর নামের সার্বজনীনতা," *অন্তর্মুখ*, ২০১৩।

বসু, কৌশিক: *অর্থনীতি যুক্তি তর্ক ও গল্প, আর্থনীতি গ্রন্থমালা ৮*, কলকাতা, আন্দন্দ, ২০১৬।

বিশ্বাস অচিন্ত্য: *অদ্বৈতমল্ল বর্মন রচনা সমগ্র*, কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন, ২০০০।

মুখোপাধ্যায়, নির্মাল্যকুমার: *বাংলার ভূমিব্যবস্থার, জরিপ ও রাজস্বের আইনগত বিবর্তন*, কলকাতা, গাঙচিল, ২০২১।

মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ: *রাষ্ট্র সংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর*, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫১।

রায়চৌধুরী, বিনতা: *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য*, কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৯৭।

শ্রীমানী, সৌমিত্র (সম্পা.): *কলিকাতা কলকাতা*, কলকাতা, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা, ২০১৫।

সিকদার, সুকুমার, *কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র*, কলকাতা, অনুষ্টূপ, ২০০৫।

সেন, অমর্ত্য: *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি, অর্থনীতি গ্রন্থপমালা ৭*, কলকাতা, আনন্দ, ১৪২২।

সংকৃত্যায়ন, রাহুল: *ভবঘুরে শাস্ত্র*, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৫।

হালদার, গোপাল, *মন্বন্তরের তিন পর্ব*, কলকাতা, প্রকাশ ভবন, ১৯৪৪।

ইংরেজী

Adebajo, Adekunle: *Bandits and Beggars: An Historical Play*, University of California, Noss Books, 1980.

Adiga, Aravind: *The White Tiger*, London, Atlantic Books, 2008.

Agarwala, S.N.: *India's Population Problems*, New Delhi, Tata McGraw-Hill Publishing Company, 1971.

Alam, S. Manzoor, and Pokshishevsky, V. V. (eds.): *Urbanization in Developing Countries*, Hyderabad, Osmania University, 1975.

Arnade, Peter, *Beggars, Iconoclasts and Civic Patriots: The Political Culture of the Dutch Revolt*, New York, Cornell University Press, 2008.

Aurelio, John, and Stan Skardinski: *The Beggars' Christmas*, Paulist Press, 1979.

Ballintyne, Scott, *Unsafe Street: Street Homelessness and Crime*, Institute for Public Policy Research, 1999.

Banerjee, Sumanta: *Crime and Urbanization: Calcutta in the Nineteenth Century*: New Delhi, Tulika Books, 2005.

Beier, A. L.: *Masterless Men: The Vagrancy Problem in England 1560-1640*, London, Methuen Press, 1984.

Beier, A.L., and Paul Ocobock, (eds.): *Cast Out: Vagrancy and Homelessness in Global and Historical Perspective*, Athens, Ohio University Press, 2008.

Beigh, Murad. *Nation of Beggars*. Allahabad: Central Law Agency, 2008.

Bhattacharya, Sabyasachi: *The Contested Terrain: Perspectives on Education in India*, New Delhi, Orient BlackSwan, 1998.

Blackwood, G.: *Street Drinking and Begging in Vauxhall: Action Research, Outreach and 'Diversionary Giving*, Lambeth Crime Prevention Trust, 1996.

Brumley, Linda: *My Beggar's Purse and Other Spiritual Thoughts, Wisdom for Life*, DPI, 2010.

Bruwer, E.: *Beggars Can Be Choosers: In Search of a Better Way Out of Poverty and Dependence*, University of Pretoria, 1994.

Burke, Roger Hopkins: *An Introduction to Criminological Theory*, Oregon, Willan Publishing, 2002.

Chatterjee, M. M.: *Mendicancy in Calcutta*, Calcutta, Central Press, 1918.

Chaudhuri, Sumita, *Beggars of Kalighat, Calcutta,* Calcutta, Anthropological Survey of India, Ministry of Human Resource Development, 1987.

Cherneva, Iveta: *Trafficking for Begging: Old Game, New Game*, Amazon Standard Identification Number, 2011.

Clinard, M. B. and Abbott, D. J.: *Crime in Developing Countries: A Comparative Perspective*, New York, John Wiley and Sons, 1973.

Connor, Philip. O.: *Britain in the Sixties: Vagrancy*, London, Penguin Book Pvt. Ltd., 1963.

Cote, S.: *Criminological Theories: Bridging the Past to the Future*, London, Sage Publication, 2002.

Danczuk, S.: *Walk on by…Begging, Street Drinking and the Giving Age*, London, Crisis, 2000.

Dean, H (ed.): *Begging Questions: Street-Level Economic Activity and Social Policy Failure*, Bristol, The Policy Press, 1999.

Denfeld, D.: *Streetwise Criminology*, Cambridge, Schenkman Publishing Company, 1974.

Dhar, P.N.: *Indira Gandhi, the "Emergency" and Indian Democracy*, Oxford, Oxford University Press, 2000.

Dirks, Nicholas B.: *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India*, UK, Princeton University Press, 2001.

Flood, G.: *An Introduction to Hinduism*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

---------- *The Ascetic Self: Subjectivity, Memory and Tradition*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

Ghosh, Shaks: *Compassion not Coercion: Addressing the Question of Begging*, CRISIS, 2004.

Gibb, H. A. R. and Kramers, J. H.: *Fakir, Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden, Brill Publication, 1995.

Goyal, Om Prakash: *Anti-Social Patterns of Begging and Beggars*, New Delhi, Gyan Publishing House, 2005.

Gupta, K. N.: *Corruption in India*, New Delhi, Anmol Publications, 2001.

Haikerwal, B. S.: *Economic and Social Aspects of Crime in India*, London, G. Allen & Unwin, 1934.

Hartsuiker, Dolf: *Sadhus: India's Mystic Holy Men, Vermont*, USA, Inner Traditions International, 1993.

Henderson, Charles Richmond: *Modern Methods of Charity*, London, Macmillan, 1904.

Henderson, Ian (ed.): *The Poor New: Anatomy of Under Privilege*, London, Peter Owen, 1973.

Jha, M.: *The Beggars of a Pilgrim's City: Anthropological Sociological, Historical & Religious Aspects of Beggars and Lepers of Puri*, Varanasi, Kishor Vidya Niketan, Bhadaini, 1979.

Jhutti-Johal, Jagbir: *Sikhism Today*, London: Continuum Press, 2011.

Jordan, Bill: *A Theory of Poverty and Social Exclusion*, Cambridge, Polity Press, 1996.

Jotischky, Andrew: *The Carmelites and Antiquity: Mendicants and Their Pasts in the Middle Ages*, London, Oxford University Press, 2002.

Tipple, G. and Speak, S.: *The Hidden Millions: Homelessness in Developing Countries*, London, Routledge, 2009.

Tully, J.: *Beggars of Life: A Hobo Autobiography*, UK, AK Press, 2004.

Turner, R. C. J.: *A History of Vagrants and Vagrancy and Beggars and Begging*, London, Chapman and Hall, 1887.

Vivekanandan, B. and Kurian, N. (eds.): *Welfare States and the Future*, London, Palgrave Macmillan, 2005.

Venkateswaran, Chittor.: *The Social Menace of Begging*, Lucknow, Eastern Book Company, 2009.

Watts, Rob, Judith Bessant, and Richard Hill. *International Criminology: A Critical Introduction*, New York, Routledge, 2008.

জার্নাল (Journals)

Acharya, K. S.: 'Evolution of the Institution of Beggary in Ancient Indian Perspectives', *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. 69, No. 1/4 (1988)*, pp. 269-277.

Adedibu, A. A. and Jelili M.O.: 'Package for Controlling Street Begging and Rehabilitating Beggars and the Physically Challenged in Nigeria', *Global Journal of Human Social Science* (USA), 11, No. 1 (2011).

Adelman, Robert, M and Jaret, C.: 'Poverty, Race and US Metropolitan Social and Economic Structure', *Journal of Urban Affairs* 21, No. 1, (1999), pp. 35-56.

Adriaenssens, Stef and Hendrickx, Jef: 'Street-Level Informal Economic Activities: Estimating the Yield of Begging in Brussels', *Urban Studies* 48, No. 1, (January 2011), pp. 23–40. https://www.jstor.org/stable/43081595.

Ahamdi, H.: 'A Study of Beggars Characteristics and Attitude of People Towards the Phenomenon of Begging in the City of Shiraz', *Journal of Allied Studies* 39, (2010), p.13.

Amato, Paul, R. and Jiping, Z.: Rural Poverty, Urban Poverty and Psychological Well-Bing', *The Sociological Quarterly* 33, (1992), pp. 229-40.

Bailey, M.: 'Religious Poverty, Mendicancy and Reform in the late Middle Ages', *Church History* 72, (2003): pp. 457-484.

Bajaj, J. K, and Srinivas, M. D.: 'Annam Bahu Kurvita: The Indian Tradition of Growing and Sharing Food', *Manushi* 92-93, (1996), pp. 9-20.

Baker, D. J.: 'A Critical Evaluation of the Historical and Contemporary Justification for Criminalising Begging', *Journal of Criminal Law* 73, No. 3, (2009), pp. 212-220.

Bromley, R. "Begging in Cali: Images, Reality and Policy." *International Social Work* 24, No. 2, (1981), 22-40.

Chattopadhyay, Manabendu.: Some Aspects of Employment and Unemployment in Agriculture', *Economic and Political Weekly* 12, No. 39, (1977), pp. 66–76. http://www.jstor.org/stable/4365951.

Demewozu, W.: 'Begging as a Means of Livelihood: Conferring with the Poor at the Orthodox Religious Ceremonial Days in Addis Ababa', *African Study Monographs* 29, (2005), pp. 185-191.

Eleftheriadis, P.: 'Begging the Constitutional Question', *Common Market Studies* 36, No. 2, (1998): pp. 255-272.

Fitzpatrick, S. and Kennedy, C.: 'The Links Between Begging and Rough Sleeping: A Question of Legitimacy', *Housing Studies* 16, No. 5, (2001).

Gilling, J. L. 'Vagrancy ang Begging', *American Journal of Sociology* 35, No. 3, (November, 1929), pp. 424-432.

Goel, A.: 'Indian Anti-Begging Law and their Constitutionality Through the Prism of Fundamental Right, with Special Reference to Ram Lakhan v State.' *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law* 1, (2010), pp. 23-38.

Gore, M. S.: Society and Begging, Sociology Bulletin, 7, No. 1, (1958), pp. 23-48.

Hanchao, L.: "Becoming Urban: Mendicancy and Vagrants in Modern Shanghai." *Journal of Social History* 33, no. 1 (1999).

Hindle, S.: Dependency, shame and belonging: Badging the Deserving Poor, c. 1550-1750, Culture and Social History', *Journal of the Social History Society* 1, (2004), pp. 6-35.

Horn, M.: Understanding Begging in Our Public Places', *Parity* 15, No. 1, (2002), p.10.

Walsh, T.: 'Defending Begging Offenders', *Queensland University of Technology Law and Justice Journal 4, No. 1, (2004)*, pp. 58-76.

Wardhaugh, J.: 'The Unaccommodated Woman: Home, Homelessness and Identity', *The Sociological Review 47, No.1, 1999.*

Wardhaugh, J.: 'Regulating Social Space: Begging in two South Asian Cities', *Crime, Media, Culture 5, No. 3 (2009),* pp. 333-341. https://doi.org/10.1177/1741659009346020.

Wardhaugh, J.: 'Beyond the Workhouse: Regulating Vagrancy in Goa, India', *Asian Journal of Criminology, (2011),* pp. 1-19.

Williams, B. F.: 'Conducting Fieldwork to do Homework on Homelessness and Begging in Two U. S. Cities', *Current Anthropology* 36, No. *1 (1995)*, pp. 25-51.

পত্রিকা (Magazines)

Anon: 'Voluntary Action Against Beggary', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July 1983*, p.3.

Bahadur, S.: 'Kidnapping of Children for the Purpose of Beggary', *Social Defence, 1965*, pp. 55-55.

Beggars in Urban India: Conflict and Challenges of Human Development', *Social Action, Vol.57, No.1, 2007*, pp. 44-53.

Bhatia, V. B.: 'Inmates and Vocational Programmes in the Beggar Home', *Social Defence, 1988*, pp. 19-26.

Bhattacharya, S. K.: 'Prevention of Begging', *Social Defence, Vol. X, No. 39, January, 1975*, pp. 9-13.

Bidarakoppa, G. S.: 'The Missing Homes Touch: Human Should Be Homes', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July, 1983*, pp. 17-19.

Billimoria, H. M.: 'A School for Beggars', *Social Welfare, Vol. 25, No. 8, November, 1978*, pp. 16-18.

Bogaert, M. V. D. and Rao T. S.: "The Beggar Problem in Ranchi." *Social Welfare, 1970*, pp. 285-302.

Chattoraj, B. N.: 'Beggary Prevention in Rajasthan', *Social Welfare, Vol. 38, November 1991*, pp., 27-29.

Das, D. K. L.: 'Evaluation of Beggar Problem in Tirupati', *Social Defence, Vol. 19, 1984*, pp. 29-31.

Diaz, S. M.: Eradicating Beggary in Cities: A Blueprint for Action', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July 1983*, pp. 8-11, 28.

Ghosh, D.: Rehabilitation of Beggars', *Social Welfare, Vol. 41, 1995*, pp. 32-33.

Jain, B. C.: 'Beggar Prevention in Farrukhabad City, Uttar Pradesh', *Social Welfare, Vol. 14, No. 55, January 1979*, pp. 33-41 and pp. 59-74.

Jeyasingh, J. V.: 'Child Beggars in Tiruchirappalli', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July, 1983*, p.16.

Kartika, A.: 'Beggars Problem in the City of Bombay', *Social Defence, Vol. 18, 1982*, p.10.

---------- 'Statically Survey', *Social Defence, Vol. 35, 1994*, p.7.

Leprosy Worker: 'Drive to Seeking Alms Because of Leprosy', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July 1983*, pp. 14-15.

Ministry of Social Welfare: 'The Beggar Problem in the City of Bombay', *Social Defence, Vol. 18, 1982*, pp. 60-73.

Nag, M.: 'Beggar Problem in Calcutta and its Solution', *The Indian Journal of Social Work, Vol. 16, No. 3, 1965*, pp. 243-252.

Pande, B. B.: 'Legal Aid to Beggars', *Social Defence, Vol. 15, No. 16, April, 1980*, 29-32 & pp. 43-47.

Pandey, B. P.: 'Beggary: A Challenge to Social Conscience', *Social Welfare, Vol. 16, No. 6, September, 1969*, pp. 27-28.

Pooley, E.: 'Beggars Army', *New York Magazine, Vol. 21, No. 34, August, 1988*, p.1.

Raj, G. R.: 'The Ones Out of the Race', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4, July, 1983*, pp. 4-7.

Vaisakhas, C.: 'Problem of Beggary in India', Social Defence, Vol. 34, 1994, p.9.

Varma, P.: 'Beggars and Vagrants', *Social Welfare, Vol. 17, No. 7, 1970*, p. 9-10.

Verma, S. and Patel, N.: 'Many Would Like to Break with the Past', *Social Welfare, Vol. 30, No. 4*, July, *1983*, 12-13.

সংবাদপত্র (Newspapers)

আজকাল পত্রিকা, ২৮ শে অক্টোবর, ১৯৯০, ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, ১৪ ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, ৩০ শে নভেম্বর, ১৯৪৩, ৭ ই জুলাই, ১৯৯৩, ১৬ ই জুলাই ১৯৯৭।

পুরশ্রী পত্রিকা, জুন সংখ্যা, ১৯৮৯।

বসুমতী পত্রিকা, ১০ জানুয়ারী, ১৯৫৫।

যুগান্তর পত্রিকা, ২৬ শে জুলাই, ১৯৫৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০, ১৩ই অক্টোবর ১৯৫৭।

স্বাধীনতা পত্রিকা, ১৬ ই এপ্রিল, ১৯৪৭, ১৬ ই আগস্ট, ১৯৪৬।

The Hindu, 22nd February, 2014.

The Outlook, 16th July, 1997.

The Statesman, 16th October, 1943.

Ashar, S. 'Mumbai is India's city with the greatest inequalities', *Daily News and Analysis. (DNA)*, 2010.

Antalava, N.: 'India's Dalits still fighting untouchability', *BBC News India*, June 27, 2012.

Gaur, K.: 'Beggars Rake in Moolah During Urs', *Times of India*, July 12, 2008, p.5.

Gaurav and Bhatnagar, V.: 'Beggars Making a Silent Exit', *The Hindu*, September 1, 2010, p.4.

Gupta, S.: 'Street Vendor's Forum to form Asia Level Alliance', *The Hindu*, July 22, 2012, p.12.

Hazra, I.: 'Beggars Can Be Retailers', *Hindustan Times*, December 9, 2007, p.10.

'Housewives, Beggars Clubbed in Census', *Times of India*, 25 July 2010, p.1.

Hudson, F.: '$ 50,000 Blown on Hounding Vagrant', *Herald Sun*, August 7, 2003, p.9.

Iyer, V. R. K.: 'Religious Places and Alms Seeking', *The Hindu*, April 26, 2010, p.9.

Khair, Tabish.: 'All the Reasons that Begging has', *Times of India*, Oct, 1990.

Lynch, P. and Tsorbaris, D.: 'Zero Tolerance Begs the Question', *Herald Sun*, December 7, 2004, p.19.

Mander, H.: 'The war against begging', *The Hindu*, 2009.

Middendorp, C.: 'Begging: A Problem We Cannot Hide', *The Age*, February 19, 2005, p.9.

Nelson, D.: 'India has one third of world's poorest, says World Bank', *The Telegraph*, 2013.

'Open Homes for Beggars Soon', *The Hindu*, 5 October 2007, p. 4.

Pandey, P.: 'Sadhvis rise among male-dominated ranks', *The Indian Express*, 2013.

'Plans Afoot to Send Inmates of Beggars Centre to Home State', *The Hindu*, 22 August 2010, p.6.

Qadir, A.: 'Child beggars beg for dollars at Bodh Gaya', *The Times of India, Patna*, 2012.

Rajagopal, K.: 'Eliminate poverty, don't hide beggars: HC', *Express India*, 2009.

Ramachandran, S. K.: 'Who Said Beggars Can't be Choosers', *The Hindu*, p.1.

Sardar, Z.: 'Ziauddin Sardar marvels at the brown sahibs', *New Stateman*, 2006.

Staff Reporter.: 'Court tells police to enforce prevention of Begging Act', *The Hindu*, 2007.

Staff Reporter.: 'Mumbai's beggars earn Rs 180 cr a year', *The Times of India*, 2006.

Staff Reporter.: '16 children rescued from begging in Calungate', *The Times of India. Goa*, 2012.

Staff Reporter.: '11 children sent to rehabilitation home on 2nd day of anti-begging drive', *The Times of India. Jaipur*, 2012.

Venkatesan, J.: 'Take Back Your Beggars, Delhi Writes to State', *The Hindu*, April 16, 2010.

Wilkinson, G.: 'Outrage at Plan to Allow Begging', *Herald Sun*, February 16, 2005, p.3.

সাক্ষাৎকার

ক্ষেত্র সমীক্ষা, (আগস্ট, ২০১৮-ডিসেম্বর, ২০২২)

বৈদ্যুতিক তথ্য (Webliography)

Aesop, (N.D): Aesop, a Greek Slave (620 BC-560 BC). The quotations page. http://www.quotationspage.com/quotes/Aesop. [Last accessed: 12.06.2018].

Bajpai, G.S. (N.D.): Criminology: An Appraisal of Present Status and Future Directions. http://www.forensic.to/webhome/drgsbajpai/criminology%20appraisal.pdf. [Last accessed: 12.06.2018].

Barson, T.: Changing Dialogue: Exhibition Review. Socialist Review, (2006),

http://www.socialistreview.org.uk/article.php?articlenumber=9675. [List accessed: 22.02.2018].

Bros, N. (N.D.): Portrait of A Sumuyasi (sanyasi holding beads). British Library Online Gallery.

http://www.bl.uk/onlineex/apac/photocoll/other/019pho000000034u000p1. [Last accessed: 02.03.2018].

Census of India. (2011): 6. Status of Literacy. Census India.

http://www.censusindia.gov.in/2011_prov_results/data_files/mp/07Literarypdf. [Last accessed: 02.03.2018].

Census of India (2011): Census of India 2011: Release of population totals of West Bengal state. Census of India 2011. http:/www.censusindia.gov.in/2011_prov_results/data_files/westBengal/wb_at_aglance.pdf. [Last accessed: 02.03.2018].

Chan, C.L.: Indian's begging question. Global Envision: the confluence of Global Markets and poverty Alleviation. (2008)

http://www.globalenvision.org/2008/07/11/indias_begging_question. [Last accessed: 02.04.2018].

Chockalingam, K. (N.D.): Measures for crime victims in the Indian Criminal Justice System. http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No8111VE_chockalingam.pdf. Last accessed: 06.05.2018.

Chatterjee, M.: Indian Beggars, 2012, p. 1. http://www.indian/beggars.html.

[Last accessed: 08.05.2018].

Cook, S. (N.D.): What you need to know about begging in India and common begging scams. About.com Tndia Travel. http://www.goindia.about.com/od/annoyancesinconveniences/p/indiabegging.htm. [Last accessed: 10.04.2018].

CRISIS: Begging & Anti-Social Behaviour: Crisis Response to the White Paper Respect and Responsibility- Taking a Stand Against Anti-Social Behaviour, (2003), http://www.crisis.org.uk/data/files/publication/AntiSco_response%5B1%5D.pdf. [Last accessed: 12.06.2018].

Daijiworld.com.: Mangalore: Police nabs Lambani woman accused of abducting 7 year old girl. Daiji.world.com (2010), http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=81966. [Last accessed: 12.06.2018].

Haji, M.: Beggars, no choosers. Greater Kashmir, (2010), http://www.greaterkashmir.com/newa/2010/jul/27/beggar-not-choosers-16.asp. [Last accessed: 12.06.2018].

Hoff, K. and Pandey, P.: Belief systems and durable inequities. World Bank, (2003), http://www.siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/BeliefSystemsandDurableInequalities.pdf. [Last accessed: 12.05.2018].

Hunter, M.: Obituaries: Judge J. Skelly, Segregation Foe, Dies at 77. New York Time, (1988), http://www.nytime.com/1988/08/08/obituaries/judge-j-skelley-wright-segregation-Foe-dies-at-77.html. [Last accessed: 14.06.2018].

Jafri, A. S.: Begging is an Rs 150 Crore Industry, 2005, p. 3. http://www.redidd.com. [Last accessed: 14.06.2018].

Jhally, S.: Stuart Hall: Representation and the Media. (ed.): Talreja, S. Jhally, S. and Patierno, M. Northampton M. A: Media Education Foundation, (1997) http://www.mediaed.org/assets/products/409/transcript_409.pdf. [Last accessed: 14.06.2018].

Kamat, K. L.: The Begging Profession, (2007) Http://www.kamat.com/kalranga/bhiksha/begging.htm. [Last accessed: 18.07.2021].

Lal, N.: Criminalising beggars instead of rehabilitating them. Infochange India, (2007), http://www.infochangeindia.ogr/200706205546/Human-Rights/Features/Criminalising-beggars-instead-of-rehabilitating-them.html. [Last accessed: 20.08.2019].

Lal, N.: India's ageless caste shadow. The Diplomat.com. (2011), http://www.the-diplomat.com/indian-decade/2011/06/7/indias-ageless-caste-shadow. [Last accessed: 25.09.2019]

04.08.2023

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

04.08.2023

গবেষকের স্বাক্ষর